তারিখ 27 FEB 2015
পৃষ্ঠা

যুগান্তর

কলাপাড়ায় শিক্ষার্থীদের মারধর করায় শিক্ষক আটক : পরে মুক্ত

কলাপাড়া প্রতিনিধি

স্কুলে না আসার কারণে কলাপাড়ায় অর্ধশত শিক্ষার্থীকে মারধর করার ঘটনায় আটক প্রধান শিক্ষক ১২ ঘণ্টা পর ছাড়া পেয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় তাকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, কলাপাড়া পৌর শহরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খেপুপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাদাৎ হোসেন বিশ্বাস স্কুলে না আসার কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর অর্ধশত শিক্ষার্থীকে বেপরোয়াভাবে বেত্রাঘাত করেছেন। এতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র রুবায়েত আলম আযান গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীর বাবা খেপুপাড়া মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক মো. শাহ আলম খান শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পটুয়াখালী জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌর মেয়রকে ঘটনাটি জানিয়ে বুধবার রাতে কলাপাড়া থানায় একটি জিডি করেন। পুলিশ অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক শাহাদাৎ হোসেন বিশ্বাসকে ওই রাতেই থানায় ডেকে আনে। এ ব্যাপারে প্রভাষক শাহ আলম খান জানান, তার ছেলে রুবায়ত আলম আযান ২২ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি অসুস্থ জনিত কারণে স্কুলে যেতে পারেনি। ২৪ ফেব্রুয়ারি সে দরখাস্ত নিয়ে স্কুলে গেলে তাকে বেপরোয়াভাবে বেত্রাঘাত করেন প্রধান শিক্ষক। এতে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. জুনায়েত হোসেন লেলিনের চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এদিকে ওই স্কুলে অধ্যয়নরত একাধিক শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শিক্ষার্থীদের শাসন করার সীমা আছে। এ ব্যাপারে কলাপাড়া থানার ওসি আজিজুর রহমান জানান, ছাত্র মারধরের অভিযোগে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডেকে আনা হয়। শিক্ষক শাহাদাৎ হোসেন বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হয়নি। অভিযোগকারী তার অভিযোগ প্রত্যাহার করায় চলমান এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাঘাত যাতে না ঘটে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে যাতে এ ধরনের ঘটনা পুনরায় না ঘটে সেজন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কলাপাড়া পৌর মেয়র ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং প্রভাষক শাহ আলম খানের উপস্থিতিতে এমন প্রতিশ্রুতিতে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।